- সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

উওরঃ সংঘ ও সম্প্রদায় হল মানব সমাজের দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। উভয়ের কার্যকলাপকই মানব সমাজের সামাজিক দিকটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে সংঘ ও সম্প্রদায় এই দুটি ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এতদ্ সত্ত্বেও সংঘ ও সম্প্রদায়কে এক ও অভিন্ন বলা যায় না। সংঘ ও সম্প্রদায় হল দুটি স্বতন্ত্র সামাজিক সংস্থা। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে এই পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়

(ক) সংঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিধিগত পার্থক্য বর্তমান। একটি সম্প্রদায়ের পরিধি একটি সংঘের পরিধির তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক। বস্তুত সংগ্রহ হল সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম একটি সংস্থা। একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক সংঘ থাকতে পারে। এবং বাস্তবে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে একাধিক সংঘও থাকতে পারে যা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ।

(খ) সম্প্রদায় অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে থাকে। বস্তুতঃ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের নিয়েই সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সম্পর্ক ওতপ্রোত। কিন্তু সংঘ কিন্তু সংঘ অঞ্চলকে ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে বা নাও পারে। অর্থাৎ সংঘ অঞ্চলভিত্তিক হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। সংঘের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নৈকট্য কোন উপাদান হিসেবে পরিগণিত হয় না।

(গ) সংঘ গঠিত হয় একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অপরদিকে উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করলে সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্য সেভাবে নির্দিষ্ট নয়। সম্পদের মধ্যেই ব্যক্তি তার জীবনের সামগ্রিকতা বা পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ তার সম্পূর্ণ জীবন সম্প্রদায়ের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে খুঁজে পায়। ব্যক্তি তার সামাজিক সম্পর্ককে সম্প্রদায়ের মধ্যেই যাপন করতে পারে।

(ঘ) সম্প্রদায়ের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হল 'সম্প্রদায়গত মানসিকতা'**(Community sentiment)**। একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে 'আমার বোধ'**(We- feeling)** যদি না থাকে তাহলে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু সংঘের ক্ষেত্রে এই উপাদানটি অপরিহার্য নয়।

(ঙ) উদ্দেশ্যগত বিচারেও সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। সংঘ হল এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। কিন্তু সম্প্রদায় হল উদ্দেশ্য সাধনের উপায় ছাড়াও নিজেই একটি উদ্দেশ্য।